আর্য্য-পৌণ্ড্রক।

সন ১৩১৭ সালের "প্রবাসী" হইতে

পুনর্মুদ্রিত।

"খেজুরী-ব্রাত্যক্ষত্রিয়-সমিতি" কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মুখবন্ধ।

"পোদ"জাতির বিস্তৃত ইতিহাস নাই। এক্ষণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। "আর্য্য-পৌণ্ড্রক" প্রবন্ধটীতে "পোদ"জাতির বিষয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে যথেষ্টরূপ মৌলিক গবেষণাব পারচয় প্রদান করিয়াছেন এবং "পোদ"গণ যে "আর্য্য-পৌণ্ড্রক" তাহা ঐতিহাসিক যুক্তিসহকারে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "পোদ"জাতির সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক আলোচনা ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। এই ঐতিহাসিক আলোচনাটী যাহাতে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় তদুদ্দেশ্যে আমরা লেখকের অভিমত লইয়া "প্রবাসী" হইতে ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম। "পোদ"জাতির সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা যতই অধিক হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। ভবিষ্যতে আর কেহ এবিষয়ে মনোযোগী হইলে আরও অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। ইতি—

সন ১৩১৭ সাল, আষাঢ়।
খেজরা—পোঃ। মেদিনীপুর।

প্রকাশক।

আর্য্য পৌণ্ড্রক।

সভ্যতালোক প্রবেশের সহিত আমরা নানাবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভূ-তত্ত্ব, প্রাণি-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও উদ্ভিদ-তত্ত্ব প্রভৃতি অল্প-বিস্তর পরিমাণে আমাদিগের চিন্তা এবং অধ্যবসায়কে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা উন্নতিপ্রয়াসী ভারতবাসীর পক্ষে অল্প আশার কথা নহে। উপর্য্যুক্ত বিষয়গুলির ন্যায় জাতি-তত্ত্বও আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রিকাদিতে যে সকল জাতির বিবরণ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে আমরা পৌণ্ড্রকাদি প্রাচীন আর্য্য জাতির সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাই না। কেবলমাত্র স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু তাঁহার "বঙ্গদর্শনে" পৌণ্ড্রক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আর্য্য পৌণ্ড্রক সম্বন্ধে নহে,—অনার্য্য পৌণ্ড্রক সম্বন্ধে।

পার্ব্বত্য, অসভ্য জাতি-নিচয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশও উল্লিখিত প্রাচীন জাতির জন্য করি নাই। কোথায় কোন্ পর্ব্বতে কোন্ অসভ্য জাতি বসতি করে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, তাহারা কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহাদের গৃহাদি ও খাদ্যাখাদ্য কীদৃশ, তাহাদের রমণীরা কেমন নৃত্য-গীতাদি করে,

ককেশীয় কি মঙ্গোলীয় বংশ হইতে তাহারা উৎপন্ন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা সাবিশেষ সংবাদ রাখিয়া থাকি।

এইরূপ বিবরণ সংগ্রহ করা যে দোষের বিষয় তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু এই পার্ব্বত্য জাতিসমূহের তত্ত্বসংগ্রহের নিমিত্ত যে পরিমাণ উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার করা হইতেছে, পৌণ্ড্রকাদি প্রাচীন আর্য্য জাতির আলোচনার জন্য তদপেক্ষা অল্প উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার করিলে দেশের এবং সমাজের অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার সাধিত হইতে পারিত। যদি পার্ব্বত্য, অসভ্য জাতির বিবরণ পাঠ করিয়া কিছু উপকার লাভ সম্ভবপর হয়, তবে পৌণ্ড্রকাদি প্রাচীন আর্য্য জাতির বিবরণ পাঠ করিয়া কি আদৌ কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনা নাই?

হয়তো কেহ বলিবেন যে, পৌণ্ড্রকাদি আর্য্যজাতি বহুপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।* সুতরাং তাহাদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগের এমন কি লাভ হইবে? যদ্যপি ধরিয়া লই যে, তাহাদিগের অস্তিত্ব এক্ষণে নাই, তাহা হইলেও ইহা অনুসন্ধান করা কি কর্ত্তব্য নহে যে, এত বড় একটা প্রাচীন জাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলয় প্রাপ্ত হইল কেমন করিয়া? অধিকন্তু অনেক প্রাচীন অসভ্য জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের বিবরণ ত সংগৃহীত হইতে দেখিয়াছি, তবে ইহাদিগের না হইবে কেন?

---

* শ্রীযুত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,— "পুণ্ড্র জাতি যে কোথায় গেল তাহা জানা যায় না।" (প্রদীপ ৯ম সংখ্যা) ১৩০৬ সাল।

যে যুক্তিবলে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে, সেই যুক্তিবলেই কি পৌণ্ড্রকাদি আর্য্যজাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া সঙ্গত নহে? দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক আলোচনার ভাবে কেহ অদ্যাপি ইহাদিগের পুরাবৃত্ত সঙ্কলনে মনোনিবেশ করেন নাই। আশা করি ঐতিহাসিকগণ ভবিষ্যতে ইহাদিগের তত্ত্ব সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। বলা বাহুল্য, যদি আমরা পৌণ্ড্রকাদি আর্য্যজাতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইহাদিগের তত্ত্বানুসন্ধানে ঐতিহাসিকগণের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের আলোচনার ফলে কোন মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইবে কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু নিপুণ ঐতিহাসিকের লেখনী চালনে পৌণ্ড্রকাদি আর্য্য জাতির যে মহদুপকার সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রধানতঃ "পৌণ্ড্রক" জাতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥ ১০।১৪।

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ওড্র দ্রবিড, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ ক্রমশঃ উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ-দর্শনাভাবে শূদ্রভাবাপন্ন হইল।

অপিচ মনু বলিয়াছেন,—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্য ব্রতাংস্তু যান্।
তান সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ"॥ (১০।২০)

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সবর্ণা পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ যদি সংস্কার ও গায়ত্রীহীন হয় তবে তাহাদিগকে ব্রাত্য নামে নির্দ্দেশ করিবে।

অতএব পৌণ্ড্রকাদি ক্ষত্রিয়সকল হইতে পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তানগণ গায়ত্রী ও সংস্কারহীনতা হেতু প্রথমে ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়া পরে ক্রমশঃ শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পৌণ্ড্রকাদি সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়।

ক্ষত্রিয়গণের এইরূপ ব্রাত্যতা প্রাপ্তির কোন ইতিহাস আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। যথা,—

"ত্রিসপ্তকৃত্বো রেণুকয়া দুঃখাবেশাদুদরতাডনং কৃতং
ততো রামস্তাবৎকৃত্বা ক্ষত্রমুৎসাদিতবান।"

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে হৈহয়-বংশোদ্ভব সহস্রবাহু রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নিকে নিধনপূর্ব্বক তদীয় পত্নী রেণুকাকে উৎপীড়ন করায়, রামজননী "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া আপনার উদরে একবিংশতিবার আঘাত করেন। পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ শোকাভিভূতা ক্রন্দনপরায়ণা রেণুকাকে বলপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে পরশুরাম দূর হইতে নির্য্যাতিতা জননীকে আর্ত্তনাদ করিতে শ্রবণ করিয়া স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতার মৃত-শরীর দর্শন ও জননীর অদর্শনে সাতিশয়

কোপাবিষ্ট হইয়া হস্তস্থিত কুঠার উত্তোলনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়গণকে একবিংশতিবার সংহার করিবেন।

এইরূপে পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশের ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় প্রাণভয়ে কেহ পর্ব্বত-গুহায় কেহ বা দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কেহ বা দেশান্তরে গমনপূর্ব্বক উপবীত পরিত্যাগ করণানন্তর কৃষিকার্য্যাদি অবলম্বনে অজ্ঞাতভাবে বসতি করিতে লাগিলেন। পরশুরামসংহিতায়ও উক্ত আছে;—

"জামদগ্ন্যস্য ভয়েণ ক্ষাত্রধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।
কৃষিকর্ম্মাদিকার্য্যঞ্চ কৃত্বা শূদ্রবদাচরেৎ॥

* * * *

পৌণ্ড্রকাদি হি দৃশ্যতে সাবিত্রী পতিতঃ পৃথ্বৌ॥"

এক্ষণে যদি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, উক্ত ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যে কাহারা পৌণ্ড্রক নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং কেন হইয়াছিল, তাহা হইলে অতি উত্তম কথাই হয়।

প্রথমতঃ দেখা যাউক পৌণ্ড্রক শব্দের কি কি অর্থ হইতে পারে।

পৌণ্ড্রক [(পুণ্ড্র—ষ্ণ = পৌণ্ড্র) + কণ্] দেশবিশেষ, জাতি-বিশেষ। গৌড় প্রভৃতি দেশ। রাজসাহী, ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ।

বাচস্পত্যাভিধানে পৌণ্ড্রশব্দের চারিটী অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) দেশ। উদাহরণ যথা—উদয়-গিরি ভদ্র-গৌড়ক পৌণ্ড্রোৎকল কাশী-মেখলা ম্বষ্ঠৌ! (বৃহৎসংহিতা)।

(২) পুণ্ড্রদেশীয় নৃপতি। যথা—পৌণ্ড্রশ্চ বলিনাম্বরঃ। পাণ্ড্যং পৌণ্ড্রং

কলিঙ্গং চ মাৎস্যং চৈব জনার্দ্দনঃ। অথান ইত্যাদি। (মহাভারতীয় হরিবংশ নবম অধ্যায়)।

(৩) পৌণ্ড্রদেশবাসী ব্যক্তি। যথা—সূতমাগধপৌণ্ড্রৈশ্চ গীয়মান স্তুতস্তুতঃ। (হরিবংশস্থ একাদশোত্তর ত্রিংশতাধ্যায়ে)।

(৪) ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্বপ্রাপ্ত (শূদ্র-ভাবাপন্ন) ক্ষত্রিয়।

(মনু—১০।১৩)।

যদি পৌণ্ড্র শব্দে রাজসাহী, ভাগলপুর ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান, তদ্দেশ বাসী, তদ্দেশীয় নৃপতি এবং ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ ইত্যাদি বুঝায়, তাহা হইলে পৌণ্ড্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়েরাই যে পৌণ্ড্রক-পদবাচ্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কুল্লূকভট্টও তাঁহার টীকায় স্পষ্ট বলিয়াছেন "পৌণ্ড্রাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বং প্রাপ্তা" অর্থাৎ পৌণ্ড্রদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, ভীম দিগ্বিজয়ার্থ আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেবকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গলার পূর্ব্ব-ভাগকে তখন বঙ্গ বলিত। তাহাহইলে, ভীম, পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গলার পূর্ব্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে। উইলসন্ সাহেবও পুণ্ড্র-জাতির বাসস্থান বাঙ্গলার পশ্চিমাংশে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং ইহাও জানা গেল যে, পৌণ্ড্রকদিগের বাসস্থান বর্ত্তমান রাজসাহী, ভাগলপুর ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপিয়া ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ্ পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন বলিয়া গিয়াছেন। মালদহের অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়াই

প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। অতএব এই অঞ্চলই পৌণ্ড্রদেশ। এতদ্দেশবাসী ক্ষত্রিয়েরাই পৌণ্ড্রক।

এক্ষণে দেখা যাউক পৌণ্ড্রকেরা চিরকাল এই দেশেই ছিল কি অন্য কোনও দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল? "কুলতন্ত্র" নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,—

"অসৌ হি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ।
রাঢে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণে রাঢ এব চ॥
ওড্রে চ স্থানভেদে তু ভিন্নাখ্যং পরিকীর্ত্তাতে।
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে তেঽপি তদ্দেশসংজ্ঞকাঃ॥"

অর্থাৎ এই ব্রাত্যক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রকগণ ক্রমশঃ একদেশ হইতে অপর দেশে গমন করে। ইহারা প্রথমে রাঢ়ে, তাহার পর বঙ্গে, অনন্তর দক্ষিণ রাঢ়ে, তৎপশ্চাৎ ওড্রদেশে গমন করে। বিভিন্ন-দেশে বাসহেতু উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

অতএব ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, ব্রাত্যক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রকেরা ক্রমে ক্রমে রাঢ়, বঙ্গ, দক্ষিণ রাঢ় এবং ওড্র প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

আমরা "মনু", "শ্রীমদ্ভাগবত", "হরিবংশ" ও "কুলতন্ত্র" প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত শাস্ত্রসমূহ হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তৎসমুদয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং এই সকল কথার উপর সন্দেহ স্থাপন করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলেও বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে এই ব্রাত্যক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রকগণের অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধি হয় না। পৌণ্ড্রক নামে পরিচিত কোনও জাতি পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহে দৃষ্টিগোচরও হয় না।

তাহাহইলে এই পৌণ্ড্রকগণ কোথায় গেল ? ইহারা কি একেবারে সবংশে এই সকল স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে ? ইহাই বা কিরূপে সম্ভবে ? যে পৌণ্ড্রগণ এতদূর পরাক্রান্ত হইয় উঠিয়াছিল যে, এক সময়ে কোনও পৌণ্ড্রবাজ "আমি বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অপমানিত করিয়াছিল, সেই বীর্য্যবান্ পৌণ্ড্রগণ যে, দেশ-দেশান্তরে পলাইয়া গিয়াছে এমত অনুমান করা যায় না ; অথবা মহামারী প্রভৃতিতে যে ইহারা একেবারে লোপ পাইয়াছে তাহাও বিবেচনা হয় না ; কেননা যে কারণেই হউক যত্মপি ইহাদেব দেশত্যাগী হইবার বা নির্ম্মূল হইয়া যাইবার কথা প্রকৃত হইত, তবে কোন না কোন প্রাচীন বা আধুনিক গ্রন্থে তাহা বর্ণিত থাকিত। কিন্তু এরূপ বর্ণনা আমরা কোনও পুস্তকে দেখিতে পাই না। এস্থলে যদি এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যায় যে, পৌণ্ড্রকেরা পলায়িত বা উৎসাদিত হয় নাই বটে কিন্তু হয়ত উহারা সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই বিষয়েরও প্রমাণাভাব। "হরিবংশের" প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সন্দেহ সহজে দূরীভূত হইবে।

"হরিবংশের" ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে,—

> "সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
> ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ ॥
> অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
> যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥
> পারদা মুক্ত কেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
> নিস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥

শকা যবনকাম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবা স্তথা।
কোলিসর্পাঃ স মহিষা দার্ব্বাশ্চোলাঃ স কেরলাঃ॥
সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়সুতাঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ।
বশিষ্ঠ বচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥"

অর্থাৎ সগর স্বায় প্রতিজ্ঞা স্মরণ এবং গুরুবচন শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ধর্ম্মহানি ও বেশের অন্যথা করিয়া দিলেন শকগণের মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডন করিয়া বিদায় করিলেন, যবন ও কাম্বোজগণের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দিলেন, পারদগণ মুক্তকেশ এবং পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইল। মহাত্মা সগর তাহাদিগকে বেদপাঠ ও বষট্কার-বিহীন করিলেন। শক যবন কাম্বোজ পারদ—কোলসর্প মহিষ দার্ব্ব চোল ও কেরল ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয়, বশিষ্ঠের বচনানুসারে মহাত্মা সগর কর্ত্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্ম নিরাকৃত হইয়াছিল।

(বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ)

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়গণ,—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস—আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা গেল যে, তাহাদিগের মধ্যে পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জাতিচ্যুত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পৌণ্ড্রকগণ যে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এত বড় একটা জাতি তবে কোথায় গেল? যদি ইহাদের সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার বা দেশ পরিত্যাগের বিষয় অথবা জাতিচ্যুত হওনের কথা প্রকৃত না হয় তবে আর একটা বিষয় প্রকৃত বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। সে

বিষয়টী এই যে, হয়ত ইহারা অন্য কোন বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া দেশমধ্যে বাস করিতেছে। পৌণ্ড্রক নাম হইতে সেই নাম এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, তাহা পৌণ্ড্রক নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া সহজে বোধগম্য হয় না। এই হেতুই বর্ত্তমান সময়ে আমরা বলিতেছি যে পৌণ্ড্রকেরা বিদ্যমান নাই।

অধিকন্তু দেখা যায় যে, একপক্ষে যেমন পৌণ্ড্রকগণের অবিদ্যমানতা আমাদিগকে বিষম সন্দেহ-সাগরে নিপাতিত করিয়াছে, অন্যপক্ষে তেমনি অপর একটী জাতির বিদ্যমানতাও আমাদিগের ঘোরতর বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এইহেতু বলিতেছি যে, যেমন আমরা পৌণ্ড্রকগণের অস্তিত্ব সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তদ্রূপ কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে এই দ্বিতীয়োক্ত জাতিটীর নামোল্লেখ দেখিতেছি না। এই জাতিটী অস্মদ্দেশীয় "পোদ" নামক জাতি। ইহারা,—রাজসাহী, মুরশিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর পর্য্যন্ত ভূভাগে—বহুবিস্তৃত হইয়া বাস করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, মনু, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, পরশুরাম-সংহিতা প্রভৃতিতে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সমস্ত জাতির নামোল্লেখ থাকিল; কিন্তু কেবলমাত্র "পোদ" জাতির কোন বৃত্তান্তই থাকিল না।

এক্ষণে এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, "পোদেরা" অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাতি; তজ্জন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু "পোদেরা" যে বর্ণসঙ্কর তাহা প্রমাণিত হইতে পারে না; কেননা সঙ্কর জাতি মাত্রেরই দ্বিজাতিগণের সেবোপযোগী উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জীবিকা নির্দ্দিষ্ট

রহিয়াছে। উক্তসকল জীবিকাই উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সঙ্কর জাতির নির্দ্দেশক। কিন্তু "পোদ" জাতির একরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট জীবিকা নাই যদ্দ্বারা তাহার বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে বা যাহা দ্বিজাতিত্রয়ের দাস্যবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কোন জাতির উচ্চকুলতা বা নীচকুলতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যথার্থ তথ্য নির্দ্ধারণ জন্য মনুও বলিয়াছেন যে—

"পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥"

অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেই কেহ পিতৃস্বভাব, কেহ মাতৃস্বভাব, কেহ বা পিতা ও মাতা উভয়েরই স্বভাব পাইয়া থাকে। অতএব কোন অধম সঙ্কর জাতি আপনার নীচকুলতা কিছুতেই গোপন করিতে সমর্থ হয় না।

সুতরাং পোদগণ যদি প্রকৃত সঙ্কর জাতি হইত তবে নিশ্চয়ই তাহাদের কার্য্যদ্বারা তাহা প্রকাশ পাইত।

সম্প্রতি "পোদ" জাতির আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির উল্লেখ দ্বারা তাহাদের সামাজিক যোগ্যতার বিষয় বিচার করিয়া দেখা উচিত বিবেচনা করি। আমরা দেখিতে পাই যে "পোদ"গণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। চাষআবাদ করিয়াই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের অন্নাশন, বিবাহ, চূড়াকরণ প্রভৃতি যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রত-নিয়ম, দেব-দেবীর অর্চ্চনা ও পিতা-মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাবিধি নির্ব্বাহ হয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকস্থলে দ্বাদশাহ অশৌচ পালনের বিধিও প্রচলিত রহিয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাদিগের দীক্ষাগুরু ও পুরোহিত তাহারা বর্ণ-ব্রাহ্মণ নহেন; প্রকৃত রাঢ়ীয় কুলোদ্ভব।

যদি "পোদ"দিগের বংশগত কোনও প্রকার নিকৃষ্ট বৃত্তি না থাকিল, পরন্তু ইহারা সদাচার-সম্পন্ন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহাহইলে ইহাদিগকে বর্ণসঙ্কর জাতি বলা যাইতে পারে না, বরং উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। "পোদেরা" যে কিছুকাল পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট জাতি মধ্যে গণ্য ছিল তাহার প্রমাণ আমরা কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রদান করিতে পারি। আমাদিগের স্থির বিশ্বাস যে, তদ্দ্বারা সাধারণের একটা গভীর ভ্রম দূরীভূত হইবে।

মহাকবি দ্বিজ ঘনরাম (১) প্রণীত "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" নামক মহাকাব্যের ৪৫ পৃষ্ঠায় ইছাই ঘোষের নগর স্থাপন (২) প্রসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

"রঙ্গিণী কিঙ্কর হ'ল নৃপবর
স্বতন্তর মহাশূর।
ইছাই দুর্ব্বার করিল রাজার
দোহাই দস্তুর দূর॥
চৌদিকে পাহাড়, বেড়ি বাড়ি-গড়,
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর, বসাল নগর,
রাজার বসত বাটী॥
করিয়া আসন, গাড়িল নিশান,
সম্মানে বসান পণ্ড।
স্বধর্ম্ম মণ্ডিত, বিধর্ম্ম খণ্ডিত,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥

(১) "যেমন গ্রীক ভাষায় হোমর, লাটিন ভাষায় বার্জ্জিল, সেইরূপ বঙ্গভাষায় ঘনরাম।" (৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু — "বঙ্গবাসী"-সম্পাদক ও "ঘনরাম" প্রকাশক)।

(২) "মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর অনতিদূরে ইছাই ঘোষ ঢেকুর রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইছাই ঘোষের ভগ্নপ্রাসাদের চিহ্ন অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়।" (ঐ)

সমাদরে তস্য, বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য,
ধন্য ধরা ধর্ম্মপাল।
সম্মুখ সমর মাঝে অকাতর,
বীর বিক্রমে বিশাল ॥
করি বন্দোবস্ত, বসিল সমস্ত,
কুলীন কায়স্থ কত।
পবিত্র চরিত্র, ঘোষ বসু মিত্র,
মার্জ্জিত মৌলিক যত ॥
* * *
মদক বারুই আদরে এ দুই,
বসিল সজ্জাতি যত।"

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থখানি "বঙ্গবাসী" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "আজ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ঘনরাম বঙ্গভূমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বাবু "সম্মানে বসান পদ্য" এই স্থলে 'পদ্য" শব্দের টীকা করিয়াছেন,—"নীচজাতীয় লোক"।* তিনি যে, "পদ্য"কে "পোদ" বুঝিয়া এইরূপ টীকা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে আমরা এই সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কেহ যদি এমন কথা বলেন যে, "পদ্য" কখনই "পোদ" হইতে পারে না; তাহা হইলে এই "পদ্য" বর্ত্তমান সময়ে কাহারা, তাঁনিই সিদ্ধান্ত করুন। আমরা কিন্তু "পদ্য"কে "পোদ" জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কেন প্রস্তুত, তাহা পরে বিশদভাবে দেখাইব। এক্ষণে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, "পদ্য" ও "পোদ" শব্দের মধ্যে বহুল-

* ইহারা যদি নীচজাতীয় লোক, তাহা হইলে ইহাদিগকে "সম্মানে" বসাইবার কারণ কি বুঝা গেল না।— প্রবাসী-সম্পাদক।

পরিমাণে সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং “পন্থ” শব্দের অপভ্রংশ যে “পোদ”, ইহা কষ্ট কল্পনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ ২৪ পরগণা অঞ্চলে “পোদেরা” আপনাদিগকে “পন্থরাজ” বা “পন্থ” বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। অধিকন্তু এই “পন্থ” জাতির উল্লেখ আমরা অন্য কোন গ্রন্থেও দেখিতে পাই না। “পোদ” জাতিরও যে ঐরূপ অবস্থা তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। ইহা অবশ্য সম্ভবপর যে, যে কারণে “পন্থ” জাতির উল্লেখ শাস্ত্রের কুত্রাপি নাই, সেই কারণেই “পোদ” জাতির উল্লেখ শাস্ত্রকারগণ কোথাও করেন নাই। পরে আমরা এই বিষয়ও বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইব।

সে যাহা হউক, আমরা “পোদ” জাতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এক্ষণে “পন্থ” নামক আর একটী জাতির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলাম এবং এই দুই জাতিকে একজাতি বলিয়া স্বীকার করিলাম। স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বসু যে “পন্থ” অর্থে “পোদ” বুঝিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে কোনওরূপ দোষ দিতে পারি না, বরঞ্চ তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিরই প্রশংসা করিতে বাধ্য; যেহেতু তিনি “পন্থ” নামে পরিচিত পৃথক কোন জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই, অথচ তৎপরিবর্ত্তে সদাচার-সম্পন্ন তথাকথিত নীচ জাতি “পোদ-দিগকে” স্থলবিশেষে “পন্থরাজ” বা “পন্থ” নামে পরিচয় প্রদান করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং মহাকবি ঘনরাম-বর্ণিত “পন্থ” জাতিকে বর্ত্তমান “পোদ” জাতি বলিয়া অনুমান করিয়া “নীচজাতীয় লোক” রূপে উল্লেখ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়াছে।

এতদূর আলোচনা করিয়া আমরা কি দেখিলাম? প্রথমতঃ

আমরা দেখিলাম যে, ব্রাত্যক্ষত্রিয় "পৌণ্ড্রকগণ" এতদঞ্চলে বিস্তৃতভাবে বসতি করিয়াছিল ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগকে সহজে চিনিবার কোনও উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই দেখিলাম যে, "পোদ" নামক একটী বহুবিস্তৃত জাতি অধুনা বঙ্গদেশের অনেক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে ; শাস্ত্রাদিতে তাহাদিগের কোনও উল্লেখ নাই। তৃতীয়তঃ দেখিলাম যে, কিছুকাল পূর্ব্বে "পদ্ম" নামক একটী সজ্জাতি এতদ্দেশে বিদ্যমান ছিল এবং তাহারাই যে বর্ত্তমান "পোদ" জাতি এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাহাহইলে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে স্থানে একটী প্রাচীন জাতির বসবাস ছিল, ঠিক সেই স্থানেই একটী নূতন জাতি বিরাজ করিতেছে ; অথচ প্রাচীন জাতিটী যে কোথায় গেল তাহা কেহ বলিতে পারেন না এবং নূতন জাতি যে কোথা হইতে আসিল তাহাও কেহ বিদিত নহেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ প্রদেশে অন্যান্য উচ্চ-নীচ যে সমস্ত জাতি রহিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগের সকলেরই একটা অল্প-বিস্তর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; নাই কেবল "পৌণ্ড্রক"গণের এবং "পোদ"দিগের।

যেরূপ আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেইরূপ "পোদ"গণ যদি "পৌণ্ড্রক"দিগকে বিদূরিত করিয়া এতদঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকে, তবে "পৌণ্ড্রক"গণের নাম এ প্রদেশে লোপ পাইবার কথা যথার্থ হইতে পারে। কিন্তু "পৌণ্ড্রক"দিগের ন্যায় একটী বীর্য্যবান্ জাতিকে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে দূরীভূত করাও ত অল্প পরাক্রমশালী জাতির কার্য্য নহে ? যদি "পোদ"-

দিগের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগকে অসীম বীর্য্যশালী বলিয়া অবশ্যই মনে করিতে হইবে। অতএব এত বড় একটা ক্ষমতাশালী ঔপনিবেশিক জাতির উল্লেখ কোথাও নাই, ইহাও কিরূপ কথা ?

সম্প্রতি আমাদের আলোচনার অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, হয় আমাদের সন্দেহ নিরসনের উপায় একেবারে অসম্ভব নয় অতি সহজ। আমরা এরূপ একটা বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি যে, না আছে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস, না আছে তাহার শাস্ত্র। সুতরাং ইতিহাস কিম্বা শাস্ত্রকে আশ্রয় করিলে যে, আমাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধ হইবে না তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই উপায়ে মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আর একটী উপায় অবলম্বন করিলে আমরা নিঃসন্দেহ সুমীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিব বলিয়া আশা করি। সেই উপায়টী এই যে, "পৌণ্ড্রক"গণের শ্রেণি-বিভাগ, লক্ষণ ও আচার-ব্যবহারের সহিত "পোদ"দিগের শ্রেণি-বিভাগ, লক্ষণ এবং আচার ও ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখা। যদি উক্তসকল বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা।

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় "পৌণ্ড্রক"দিগের সম্বন্ধে "কুলতন্ত্র" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"অসৌ হি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ ;
রাঢে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণে রাঢ় এব চ ॥
ওড্রে চ স্থানভেদে তু ভিন্নাখ্যঃ পরিকীর্ত্ত্যতে।
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে তেঽপি তদ্দেশসংজ্ঞকাঃ ॥"

অর্থাৎ এই ব্রাত্যক্ষত্রিয় "পৌণ্ড্রজাতি" ক্রমশঃ একদেশ হইতে অপরদেশে গমন করে। ইহারা প্রথমে রাঢ়ে, তাহার পর বঙ্গে, অনন্তর দক্ষিণ রাঢ়ে, তৎপশ্চাৎ ওড্রদেশে গমন করে। ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নিবন্ধন উহাদিগের উপাধিও পৃথক পৃথক হয়। সন্তান পরম্পরায়ও সেই উপাধি প্রচলিত আছে। যথা,—

"দক্ষিণোত্তর রাঢীয়ো বঙ্গজশ্চৌড্র এব হি।
শ্রেণী চতুষ্টয়ঞ্চেতে পৌণ্ড্রজাতি সমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও ওড্র,—"পৌণ্ড্র"জাতিগণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

বর্ত্তমান "পোদ" জাতির মধ্যেও এই চারি শ্রেণী বা বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। ইহারা আপনাদিগকে দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ (বাঙ্গালা) ও ওড্র (উড়িয়া) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

"পৌণ্ড্রক"দিগের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত "কুলতন্ত্রে" নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে। যথা,—

"দাতা বলী হিতরতঃ সুমনা দেবসেবকঃ।
কৃষিকর্ম্মোপজীবী চ ষড়্বিধং পৌণ্ড্রলক্ষণম্॥

অর্থাৎ পৌণ্ড্রকেরা দাতা, বলবান্, হিতকারী, সুবুদ্ধি, দেবসেবক এবং কৃষিকর্ম্মোপজীবী এই ছয়প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট।

"পোদ"দিগের মধ্যেও এই ছয়টী লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই ইহাদিগের এই সকল লক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে এখানে পুনশ্চ উদ্ধৃত করা গেল না।

"পোদ"দিগের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইহারা কোনও উচ্চশ্রেণী-সম্ভূত। সামান্য দরিদ্র গৃহে যদিও কোন কোন

২

বিষয়ের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা সমস্ত সমাজকে হীন বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র-গৃহে যে বিরল, তাহা নহে। অতএব ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। এইরূপ ঘটিবার একমাত্র কারণ দরিদ্রতা। কারণ "দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী।"

এক্ষণে দেখা গেল যে, "পৌণ্ড্রক" ও "পোদ"দিগের অনেক বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। শ্রেণি-বিভাগ, লক্ষণ ও আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখিয়া ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, ইহারা একই জাতি।

এস্থলে যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, "পোদেরা" সজ্জাতি হইলেও কি কারণে ইহাদিগের এরূপ সামাজিক হীনাবস্থা ঘটিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা অতিশয় কঠিন; কেননা এবিষয়ে কোথাও কোন প্রকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ৺ ঘনরাম যাহাদিগকে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহাদিগের এতদূর অধঃপতন অবশ্যই ঘোর চিন্তার বিষয়। কিন্তু এই চিন্তা দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায় ইহাই যে, "পোদ"দিগের হীনতা প্রাপ্তির এরূপ কোন বিবরণ কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না, যাহা এই হীনতাকে দৃঢ় করিতে পারে। কোন কোন সম্প্রদায় পতিত হইলেন, তাহাদের এক একটা কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু ইহাদের তদ্রূপ কিছুই নাই কেন? এইজন্যই বলিতে পারা যায় যে, নিশ্চয়ই "পোদেরা" কোন দূষণীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটা কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার অবসর দেয় নাই। তবে কি ইহাদিগের সামাজিক হীনতার মূলে কিছুই নাই বলিতে হইবে? কারণ

ব্যতীত যখন কার্য্যই ঘটিতে পারে না, তখন এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিবার তাৎপর্য্য কি? এই হেতু আমাদের বিশ্বাস যে, যে কারণে "পোদ"দিগকে "পৌণ্ড্রক" বলিয়া জানিবার উপায় অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, সেই কারণই ইহাদিগের সামাজিক হীনতার হেতুভূত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ বা ঐতিহাসিকগণ "পোদ" শব্দ দ্বারা "পৌণ্ড্রকগণের" পরিচয় লিপিবদ্ধ না করায়, "পোদ" শব্দ যে "পৌণ্ড্রক" পরিচায়ক তাহা পরবর্ত্তীকালের কেহ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। এমন কি "পোদেরা" যে "পৌণ্ড্রক" বংশোদ্ভব একথা তাহারা নিজেরাও বিস্মৃত হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই কারণে এবং রাষ্ট্র-বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব, ও ধর্ম্ম-বিপ্লবাদি অন্যান্য কারণে "পোদেরা" কোন কোন স্থলে কুলোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করিতেও অসমর্থ হইয়াছিল। আর একটা কথা এই যে, বাঙ্গালা দেশের জল-মাটির গুণে কোন কালেও এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। যে দেশে আসিলে শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হয়, সে দেশে সময়ে সময়ে জাতি-বিশেষের স্ব-ধর্ম্মের অভাব হওয়া একটা অভিনব ঘটনা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। মিথিলা, কান্যকুব্জ ও দাক্ষিণাত্য হইতে বেদজ্ঞ, শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণগণকে যে, সময়ে সময়ে এই বঙ্গদেশে আনয়ন করিতে হইয়াছিল তাহা অনেকেই জ্ঞাত রহিয়াছেন। এই সকল ব্রাহ্মণকে কেন আনয়ন করা হইয়াছিল তাহাও অনেকের বিদিত। ফলকথা এদেশের ব্রাহ্মণসন্তান-গণ আচারভ্রষ্ট ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি বিস্মৃত হওয়াতেই পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া কলমের বাগান সাজাইতে হইয়াছিল। নতুবা ব্রাহ্মণসমাজের যে কি দুর্গতি হইত তাহা বর্ণনাতীত।

তাই বলি যে, কালক্রমে "পোদ"দিগের কোন কোন আচারের শিথিলতা প্রাপ্তি এবং প্রধানতঃ ইহাদিগের পূর্ব্বপরিচয়ের বিস্মৃতি, এই দুইটি কারণে অন্যান্য সমাজ ক্রমশঃ ইহাদিগের প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন। এই সন্দেহের ফলে বর্ত্তমানকালে ইহারা বাহ্যতঃ সমাজের চক্ষে হীনরূপে প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তল্লিখিত "বিবিধ প্রবন্ধে" "পোদ" জাতির সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও ভিত্তি এইরূপ। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু অবশ্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু "পোদ" জাতির সম্বন্ধে তাঁহার অনুমান বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই বলিতে হইবে। কেননা তিনি "মনূক্ত" ব্রাত্যক্ষত্রিয় "পৌণ্ড্রক"কে অনার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মনু" যাহাকে স্পষ্টতঃ ক্ষত্রিয় কহিয়া শনৈঃ ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত জাতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে আর্য্য নহে বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। বঙ্কিম বাবুর সন্দেহের কারণ এই, "মনু,—শক, যবন, পহ্লব এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এতদ্দেশবাসী "পৌণ্ড্রক"-দিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। শক, যবন, পহ্লব, চৈন প্রভৃতি মহাভারতে ও শতপথ ব্রাহ্মণে অনার্য্যরূপে গণ্য হইয়াছে সুতরাং পৌণ্ড্রক অনার্য্য শ্রেণীভুক্ত।"* এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, শক, যবন, পহ্লব, চৈন প্রভৃতি প্রকৃত অনার্য্য হইলে "মনু" তাহাদিগকে লুপ্ত-ক্রিয় ক্ষত্রিয় বলেন কোন সাহসে? অনার্য্যের আবার ক্রিয়া কি? আর্য্যেরাই ক্রিয়াবান্ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের ক্রিয়ালোপের কথাই যথার্থ। মহাভারতে ও

* "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।"—(বিবিধ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

শতপথ-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত শক-যবনাদি অনার্য্য জাতি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং মহাভারত ও শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত শক-যবনাদি অনার্য্য জাতির সহিত মনূক্ত আর্য্য "পৌণ্ড্রক"গণকে এক শ্রেণীভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। মনূক্ত "পৌণ্ড্রক" শব্দ,— "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" পুরাণোক্ত বর্ণসঙ্করজাতিবাচক "পৌণ্ড্রক" শব্দ এবং মহাভারতোক্ত কামধেনুপ্রসূত পৌণ্ড্রজাতিবাচক "পৌণ্ড্র" শব্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। প্রথমোক্ত "পৌণ্ড্রক" শব্দ "পৌণ্ড্র"-দেশবাসী "ক্ষত্রিয়বাচক' এবং শেষোক্ত "পৌণ্ড্রক" ও "পৌণ্ড্র" শব্দ উভয়েই "জাতিবাচক"। অতএব মনূক্ত "পৌণ্ড্রক' ও মহাভারতোক্ত "পৌণ্ড্র"কে একই জাতি বলিয়া অনুমান করা সম্পূর্ণ ভ্রম। মনূক্ত "পৌণ্ড্রক" কোন মতেই অনার্য্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেনা।

আরও এক কথা, "হরিবংশ" ও "কুলতন্ত্র" লইয়া স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু আদৌ বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। এইহেতু তিনি "পোদ"দিগকে অনার্য্য বলিতে পারিয়াছেন। আর হরিবংশই এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য, কেননা উহাতে ক্ষত্রিয়দিগের বংশপর্য্যায় যথাযথ বিবৃত রহিয়াছে। বংশাবলী দৃষ্টে বিচার-বিশ্লেষণ, আনুমানিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা নিশ্চয়ই অভ্রান্ত। বিশেষতঃ স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার চিন্তাশক্তি সেই দিকেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রধাবিত হইয়াছিল। আমাদের বোধহয় তিনি যদি আর্য্য "পৌণ্ড্রক"গণের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন অবশ্যই দেখিতে পাইতাম। যদি তিনি একবার একথা ভাবিতেন যে, ব্রাত্যক্ষত্রিয় "পৌণ্ড্রকে"রা বিভিন্ন শ্রেণীরূপে এই

দেশেরই অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলেই সম্ভবতঃ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। এ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

যাহাহউক "পোদেরা" যে মনূক্ত "পৌণ্ড্রকে"র বংশধর ইহা বঙ্কিম বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তবে "পুঁড়ো" ও "পুণ্ডরী"-দিগকে যে মনূক্ত "পৌণ্ড্রকে"র বংশধর বলিয়া "পোদ"দিগের সহিত জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, * সে সম্বন্ধ আমরা কোনওমতে স্বীকার করিতে পারি না। কেননা ইহাদিগের আচার ও ব্যবহারের সহিত "পোদ"দিগের আচার-ব্যবহারের বহুপরিমাণে পার্থক্য রহিয়াছে। আর একটা কথা এই যে, যে দেশে আর্য্য "পৌণ্ড্রক"গণ বহুবিস্তৃত হইয়াছিলেন, সেই দেশে কেবলমাত্র আর্য্য "পৌণ্ড্রকে"র বংশধরগণ বিলুপ্ত হইল, এবং অনার্য্য "পৌণ্ড্রকে"র বংশধরগণ বিদ্যমান থাকিল ইহা কিরূপে সম্ভবে? বরঞ্চ একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, মনূক্ত আর্য্য "পৌণ্ড্রকে"র বংশধররূপে "পোদ"গণ এবং মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদি-বর্ণিত "পৌণ্ড্রকে"র বংশধররূপে "পুঁড়ো" ও "পুণ্ডরী" প্রভৃতি এতদ্দেশে বিরাজমান রহিয়াছে।

যদ্রূপ আচার-ব্যবহার ও লক্ষণাদির দিক্ দিয়া "পৌণ্ড্রক" ও "পোদ"দিগের একজাতিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি, তদ্রূপ যে যে নামে ইহারা পরিচিত তাহাতেও কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কিনা একবার দেখা যাউক।

মুরশিদাবাদ অঞ্চলের "পোদেরা" আপনাদিগকে "পৌণ্ড্র" বা "পৌণ্ড্রক" নামে আজিও পরিচয় দিয়া থাকে। ২৪ পরগণা

* "বাঙ্গালীর উৎপত্তি। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)"—বিবিধ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অঞ্চলে ইহাদিগকে "পদ্মরাজ" বা "পদ্মরাজ" বলিয়া পরিচয় দিতে দেখা যায়। ভাষাতত্ত্বানুসারে "পৌণ্ড্রক" শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ "পৌণ্ডবক," "পৌণ্ডরীক," "পুণ্ডরীক," "পদ্মরাজ," "পদ্ম," "পদ্দ বা পদ্ম" ও "পোদ" আকারে পরিণত হওয়া সম্ভব।

তাহাহইলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, এক "পৌণ্ড্রক" শব্দ কালক্রমে "পদ্ম" ও "পোদ" রূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে বলিলে অসঙ্গত হয় না যে, "পৌণ্ড্রক," "পদ্ম" ও "পোদ" একই শব্দ,—রূপান্তর মাত্র। অতএব "পৌণ্ড্রক" ও "পোদ"কে একই জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

এতদ্ব্যতীত আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "পৌণ্ড্রক"দিগের বিলুপ্ত হইবার এবং "পোদ"দিগের উৎপন্ন হইবার কোনও প্রমাণ নাই। অধিকন্তু "পৌণ্ড্রক"গণ যে যে দেশের অধিবাসী ছিল "পোদেরা"ও প্রায়ই তত্তৎদেশের অধিবাসী রহিয়াছে; সুতরাং "পৌণ্ড্রক" ও "পোদ"দিগের একজাতিত্ব বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে; শ্রেণি-বিভাগ, লক্ষণ, আচার, ব্যবহার, নামের সাদৃশ্য এবং অবস্থান প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্দেহ দূরীভূত না হইবার কোনও হেতু দেখা যায় না।

পূর্ব্বে যে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, "পদ্ম" জাতিকে "পোদ" বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত, তাহা কি জন্য, সেই বিষয় এইবার আলোচনা করিব। কবি ঘনরাম স্ব-প্রণীত "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থে "সম্মানে বসান পদ্ম" এই উক্তি করিয়া "পদ্ম" জাতিকে সম্মানার্হ বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং "পদ্ম" যে উৎকৃষ্ট জাতি ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে এই "পদ্ম" নামক পৃথক জাতিরও অস্তিত্ব দেখিতে

পাই না। ইহারা তবে কোথায় গেল? ইহারা কি অন্য কোন দেশে চলিয়া গিয়াছে? অথবা যে জাতিকে ঘনরাম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গেলেন এবং সমাজে এতবড় উচ্চ আসন দিয়া গেলেন সেই জাতি কি কোন গুরুতর পাপ করিয়া সমাজের নিম্নস্তরে স্থান পাইয়াছে? "পদ্ম' জাতির ভাগ্যে যে কোন বিড়ম্বনা ঘটুক না কেন, তাহার উল্লেখ কোনও শাস্ত্রে দেখিতেছি না কেন?

অনেকানেক জাতির সামাজিক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তৎ-সমস্তই শাস্ত্রনিবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু "পদ্ম' জাতির সম্বন্ধে কিছুই নাই কেন? বল্লালসেনের আমলে কেহ কুলীন হইলেন, কেহ অকুলীন হইলেন, কাহারও অদৃষ্টে পাতিত্য ঘটিল, তৎসমস্ত ধারাবাহিকরূপে পুস্তকস্থ হইয়া আছে, কিন্তু "পদ্ম" জাতির ত তদ্রূপ কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। সুতরাং এক্ষণে যদি একথা বলি যে "পদ্ম' জাতির কোনওরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহাহইলে বোধ-হয় ভুল বলা হয় না। আমাদের বিশ্বাস ইহারা অন্য কোথাও গমন করে নাই কিম্বা ইহাদিগের কোন গুরুতর দোষ জন্মে নাই। ইহারা যেস্থানে অবস্থিত ছিল সেই স্থানেই রহিয়াছে এবং যাহা ছিল তাহাই রহিয়াছে। আর একটা কথা এই যে, "পদ্ম" জাতির আচার-ব্যবহার কিম্বা লক্ষণাদি কিরূপ ছিল কবি ঘনরাম তৎসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের কোনও জাতির সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিবার সুবিধাও নাই। সুবিধার মধ্যে ইহাই দেখিতেছি যে, "পোদ" নামের সহিত "পদ্ম" নামের যথেষ্ট পরিমাণে সাদৃশ্য রহিয়াছে; আর "পদ্মগণ" সদাচার-সম্পন্ন ও সদ্-গুণান্বিত ছিল, "পোদেরা"ও আচারবান্। অতএব "পদ্ম" ও

"পোদ"কে একজাতি ভিন্ন অন্যরূপ ধারণা করিবার কোনও কারণ দেখি না। এবিষয়ে আর একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে ২৪ পরগণার "পোদগণ" আপনাদিগকে আজিও "পদ্মরাজ" বা "পদ্ম" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

এক্ষণে আমাদিগের আলোচনার ফলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, "পৌণ্ড্রক," "পদ্ম" ও "পোদ" ইহারা অভিন্ন জাতি। ইহাদিগের পরস্পর নানাবিষয়ে যে প্রচুর পরিমাণে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা আমরা বিশদরূপে দেখাইয়া আসিয়াছি। যে সকল কারণে ইহা-দিগকে একজাতি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে তৎসমূহও আমরা একে একে বিবৃত করিয়াছি। সম্প্রতি আর একটী কথার উত্তর প্রদান করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেই উত্তরও আমাদের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অনুকূল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, যে কারণে "পদ্ম" জাতির উল্লেখ শাস্ত্রের কুত্রাপি নাই ঠিক সেই কারণেই "পোদ" জাতিরও উল্লেখ শাস্ত্রকারগণ কোন স্থলে করেন নাই। সেই কারণটা কি তাহাই আমরা সম্প্রতি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের বক্তব্য এই যে, "পদ্ম" ও "পোদ" একই "পৌণ্ড্রক"-গণের নামান্তর বলিয়াই "পদ্ম" ও "পোদ" জাতির উল্লেখ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। ইহারা আদ্য "পৌণ্ড্রক" হইতে পৃথক জাতি হইলে নিশ্চয়ই অন্যান্য জাতির ন্যায় শাস্ত্রাদিতে ইহাদিগের উল্লেখ থাকিত। শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে অবশ্যই অভিন্ন বলিয়া জানিতেন তজ্জন্য তাঁহারা "পদ্ম" বা "পোদ" সংজ্ঞা দ্বারা "পৌণ্ড্রক"কে

অর্ভিহিত করিবার অভিলাষ করেন নাই। যেমন ব্রাহ্মণ শব্দটী চলিত ভাষায় "বামুণ" হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন শাস্ত্রকর্ত্তা জাতিনির্দ্দেশ কালে ব্রাহ্মণ শব্দের পরিবর্ত্তে "বামুণ" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই, তদ্রূপ "পৌণ্ড্রক" শব্দটী কালক্রমে "পদ্ম" ও "পোদ" রূপে পরিণত হইলেও শাস্ত্রকারগণ "পৌণ্ড্রকে"র পরিবর্ত্তে এই দুইটী শব্দের ব্যবহার আবশ্যক বোধ করেন নাই। ঈদৃশ কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ যে থাকিতে পারে না, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কেননা, ধরিয়া লইলাম যে, "পোদ" ও "পৌণ্ড্রকগণের" অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, "পোদ" জাতির বর্ত্তমান সামাজিক হীনতাবশতঃ "পোদ" ও "পৌণ্ড্রকে"র একজাতিত্ব ততদূর গ্রাহ্য নাও হইতে পারে; কিন্তু সম্মানার্হ "পদ্ম" জাতির সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কারণ "পদ্ম" জাতি ত কোন বিষয়ে হীন ছিল না সুতরাং তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা অসম্ভব হইবে কেন? অর্থাৎ "পৌণ্ড্রকে"র পরিচয় দিবার জন্য শাস্ত্রে "পদ্ম" শব্দের ব্যবহার করা হয় নাই কেন? অতএব একথা আমরা নিঃসন্দেহ স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সম্মানার্হ "পদ্ম" জাতি, "পৌণ্ড্রক" ভিন্ন অন্য কেহ নহে এবং এই জন্যই শাস্ত্রে কোথাও "পদ্ম" নামে একটা পৃথক জাতির উল্লেখ নাই। তর্কের খাতিরে যদি এমন কথা বলা যায় যে, তবে ঘনরামই বা কেন "পদ্মকে" "পৌণ্ড্রক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই তাহাহইলে ত অনেক পরিমাণে সংশয় শিথিল হইয়া থাকিত? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, কবি ঘনরাম সম্ভবতঃ "পদ্ম"কে "পৌণ্ড্রক" বলিয়া জানিতেন না। ঘনরাম মাত্র ২০০ দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। "পদ্মেরা" মূলতঃ যে জাতি হউক না কেন, সম্মানার্হ

ছিলেন এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। কাব্য প্রণয়নকালে যাঁহাকে সমাজে যে নামে এবং যে ভাবে দর্শন করিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কে কাহার বংশধর তাহা নির্ণয় করিবার ভার তিনি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি কোনও-রূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

ইহার মধ্যে আরও একটী রহস্য নিহিত রহিয়াছে। সেই রহস্য ভেদ করিতে পারিলে কথাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আমরা "পৌণ্ড্রক"গণের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া এমন দুইটী জাত দেখিতে পাইয়াছি যাহাদের কোন ইতিহাস কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না; অর্থাৎ ঘনরাম বর্ণিত "পদ্ম" জাত এবং বর্ত্তমান সময়ে পরিদৃশ্যমান "পোদ" জাতি, এতদুভয়েরই কোন ইতিহাস নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, "পোদ" জাতির সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মধ্যে কতকগুলি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে; কারণ সেগুলির কোনও ভিত্তি নাই। * যাঁহার যেমন অভিপ্রায় তেমনই লিখিয়াছেন। তৎসমুদয়ের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

যাহাহউক প্রথমতঃ আমরা বলিয়াছি যে, "কুলতন্ত্রোক্ত" ব্রাত্যক্ষত্রিয় "পৌণ্ড্রক" জাতি কোথায় গেল তাহার নির্ণয় নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখিতেছি "পদ্ম" নামক সম্মানার্হ জাতি যে কোথায় রহিল তাহার সন্ধানও কেহ বলিতে পারে না। তৃতীয়তঃ "পোদ" যে কি জাতি তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন। এটী মন্দ রহস্য নহে; কেননা একটী প্রাচীন জাতির সহিত একটী উৎকৃষ্ট জাতির ও একটী অজ্ঞাত-কুলশীল জাতির ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া

* সময়ান্তরে আলোচ্য।

গিয়াছে। এরূপ অদ্ভুত সমন্বয় কেন হইল, কিরূপে হইল, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয় নহে কি? বস্তুতঃ চিন্তাশীল, মনস্বী, বিজ্ঞ-সমাজকে আমরা এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এই রহস্যের মূলোদ্ঘাটন করা যে নিতান্ত কঠিনও নয় তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়েছি, অর্থাৎ এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, "পৌণ্ড্রক," "পন্থ" ও "পোদ" ইহারা এক জাতি বলিয়াই ইহাদিগের পৃথক বিবরণ বা ইতিহাস নাই। একই জাতির কালক্রমে নামান্তর ঘটিলে তজ্জন্য পৃথক পৃথক ইতি-হাসের আবশ্যকতা কি? শাস্ত্রে তাহার পৃথক পৃথক নামের উল্লেখ থাকিবে কেন? একই "পৌণ্ড্রক" জাতির তিনটী ইতিহাস থাকা অসম্ভব। এইজন্যই আজ আমরা "পৌণ্ড্রক" জাতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া বলিতেছি, "পন্থ' জাতিকে খুঁজিয়া পাইতেছি না, এবং "পোদ" যে কি জাতি তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। প্রাচীন আর্য্য "পৌণ্ড্রক"গণ যুগ-যুগান্তকাল পরে "পোদ" রূপে বিরাজ করিয়া আমাদিগের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, এবং "পোদ" জাতিরও দুরদৃষ্ট, নাম পরিবর্ত্তনের সময় তাহারা ভাবে নাই যে, এই পরিবর্ত্তনেই তাহা-দিগের অপরিবর্ত্তনীয় দুর্দ্দশা ঘটিবে। সুতরাং এক্ষণে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, "পৌণ্ড্রক," "পন্থ" ও "পোদ" ইহারা অভিন্ন জাতি। বর্ত্তমান "পোদে"রাই "আর্য্য পৌণ্ড্রক"। "পৌণ্ড্রক"গণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, অতএব "পোদে"রাও ব্রাত্যক্ষত্রিয়।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।